গোপন অভিসন্ধি

শিশুরা হলো কাঁচা মাটির মতো, তাদের যে ছকে ফেলবে তারা সেই ছকের অবয়বে প্রকাশিত হবে। আপনার শিশুকে আপনার ধর্ম ও নীতি শিক্ষায় অভ্যস্ত করলে অন্য কেউ আপনার সন্তানকে তাদের ছকে ফেলে আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবেনা।

শুভেচ্ছা মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

একটা পরিবারকে সামাজিক ভাবে, নৈতিক ভাবে হেয়-প্রতিপন্ন তথা ধ্বংস করে দেবার যে অভিসন্ধি; সেই অভিসন্ধিকে অনৈতিক প্রচেষ্টা বলে। সন্ত্রাস মানেই অনৈতিক আচরণ। এর জন্য বিচার চাওয়া যায় বা আইনের দ্বারা অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া যায়। কিন্তু লাভ জিহাদ বা নীরব সন্ত্রাস এমন এক সন্ত্রাস, যার জন্য আপনি আইনের সহায়তা নিতে পারবেন না। এই সন্ত্রাসের কবলে পড়ে শুধু নিজের জ্বালায় নিজেকেই জ্বলতে হবে। এই সন্ত্রাস অনৈতিক এবং এই অনৈতিক কাজকে সফল করতে জিহাদিরা গোপন পরিকল্পনা রচনা করেছে। সেই পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত না জানার কারণে আমাদের কোমলমতি ছেলেমেয়েরা জিহাদের কবলে পতিত হচ্ছে। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সচেতনতার দ্বারাই এই অশুভ উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দেয়া যায়। আসুন আমরা এবার লাভ জিহাদ বা নীরব সন্ত্রাস সম্পর্কিত গোপন অভিসন্ধির বিষয়ে অলোকপাত করি।

প্রশ্নঃ নীরব সন্ত্রাস বা লাভ জিহাদ কি?

উত্তরঃ ছলে বা কৌশলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের উপর অনৈতিক আচরণ যা সাধারণভাবে স্বাভাবিক বলে মনে হয় কিন্তু প্রকারন্তরে তা স্বাভাবিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তা ঐ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পায়তারা - এই গোপন অভিসন্ধি যুক্ত অনৈতিক প্রয়াসকেই বলে নীরব সন্ত্রাস। আর এই ধরনের প্রয়াস যখন ভালোবাসার ফাঁদ দ্বারা করা হয় তখন একে বলে লাভ জিহাদ।

কি ভাবে এই প্রয়াসকে সন্ত্রাস বলা যায় এর উদাহরণঃ

এক নীরব সন্ত্রাসী-অসহায় এক পিতাকে বলছে "জায়গা জমি রেখে কি আর করবেন? দেশের যা অবস্থা! গ্রামে হিন্দুদের নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। আপনার মেয়েটা দেখতে বেশ সুন্দরী আবার **ডাংগরও** হয়েছে। লেখা পড়ায় সে বেশ ভালো। শহরে ভালো কলেজে পড়ান। গ্রামে কেন রাখবেন? গ্রামে আপনাদের নিরাপত্তা কে দিবে বলুন?"

উপরোক্ত বর্ণনায় ঐ সন্ত্রাসী যা বলেছে তা সাধারণ ভাবে দেখলে সত্য বলেই মনে হবে। মনে হবে সে সৎ উপদেশ দিচ্ছে! কিন্তু আসলেই কি সে সৎ উপদেশ দিচ্ছে? অসহায় পিতার মেয়ে দেখতে সুন্দরী, আবার যুবতীও (ডাংগর), গ্রামে হিন্দুদের নিরাপত্তা নেই, ভালো লেখাপড়া করার জন্য শহর উত্তম - এই সব কথাই কিন্তু সত্য। তাহলে উপদেশদাতা কি ভাবে অন্যায় করছে?

একটু সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। ঐ সন্ত্রাসী অসহায় পিতার সব থেকে দুর্বল বিষয়ের দিকে **কুরুচিপূর্ণ ইংগিত** দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, জমি না দিলে মেয়ের ইজ্জত রক্ষা করতে পারবেন না ঐ পিতা!! অগত্যা জলের দামে জমি বিক্রি করে শহরমুখি হতে হয় ঐ পিতাকে। অসহায় পিতার এক খণ্ড জমি আছে। ঐ জমিকে নাম মাত্র মূল্যে ভোগ করার অপপ্রয়াসের জন্য এই কাজ করছে ঐ সন্ত্রাসী। তাহলে বলুন এটা উপদেশ না নীরব **সন্ত্রাস?** অবশ্যই এটা **নীরব সন্ত্রাস**। এর জন্য কি আপনি মামলা করতে পারবেন? না পারবেন না।

এই ধরনের সন্ত্রাস হয় নীরবে, আড়ালে, শব্দহীন ভাবে। আপনি কিছুই করতে পারবেন না। বিচার চেয়ে লাভ নেই। কারণ ঐ সন্ত্রাসী ধর্ষণও করেনি বা ডাকাতিও করেনি। সাধারণ

দৃষ্টিতে সে আপনাকে উপদেশ দিয়েছে কিন্তু সে তার ছলনা দ্বারা সন্ত্রাসই করেছে আপনার সাথে। এই নীরব সন্ত্রাসের অনেক ধরণ রয়েছে। আমরা এই বইয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপকে নিয়ে আলোচনা করছি। বর্তমান সময়ে নীরব সন্ত্রাসের সব থেকে আলোচিত কুৎসিত ও ভয়াবহ রূপ হলো **ধর্মান্তরকরণ**। এই ধর্মান্তরকরণের নব্য নাম হল **"লাভ জিহাদ"**। আভিধানিক অর্থে ভালবাসার যুদ্ধ। কিন্তু এর অন্তর্গত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিভীষিকাময়। সনাতন সম্প্রদায়ের নারীদের ছলনায় ফেলে ধর্মান্তরিত করা এবং এর মাধ্যমে সনাতন সম্প্রদায়কে নারী শূণ্য করা এই "লাভ জিহাদ" এর প্রধান লক্ষ্য। নারীদের ছলে, বলে, কৌশলে, বলপূর্বক ধর্মান্তর করতে পারলে সনাতন সম্প্রদায়ের জন্মহার কমে যাবে এবং এই সম্প্রদায়ের ছেলেরা বাধ্য হয়ে অন্য ধর্মের মেয়েদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হবে। এটাই নীরব সন্ত্রাসের অনেক গুলি ধাপের একটা উল্লেখযোগ্য ধাপ।

এই ছলনায় কিন্তু বলের তুলনায় ছল প্রয়োগ করা হয় বেশি। শুরুটা হয় ছল দিয়ে। মেয়ে আয়ত্তে এলে এর পর সেই মেয়েকে তাদের করে রাখতে সব ধরণের বলের প্রয়োগ করে জিহাদীরা। কোন ব্যক্তি একক ভাবে এই কাজ করছেনা। এই কাজ করছে সাংগঠনিক ভাবে। এর পেছনে কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। এই সন্ত্রাসের প্রথম পরিকল্পনা করা হয়েছিল **ভারতের কেরালায়**। অর্থাৎ সাংগঠনিক ভাবে এই কাজ পরিচালিত হচ্ছে এবং এই সংগঠনকে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে ধনী মুসলিম রাষ্ট্রগুলি।

প্রশ্নঃ লাভ জিহাদকে কেন আমরা নীরব সন্ত্রাস বলছি?

প্রাপ্ত বয়সের ছেলে মেয়ে নিজের ইচ্ছাতে বিয়ে করে সংসার করতে পারে। আবার নিজের ইচ্ছাতেই ধর্ম ত্যাগও করতে পারে। এতে করে আইনগত বাধা নেই। আর কিছু কিছু রাষ্ট্র এই বিষয়টাকে উৎসাহ দিয়ে থাকে দ্বিধাহীন ভাবেই। তাই এই অন্যায়কে বাধা দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠছে না সেই সব দেশ গুলিতে। একজন হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করতে পারলে মৃত্যুর পর ৭২ টি সুন্দরী হুর পরী পাবে একজন পুরুষ; সেই সাথে সাথে নিশ্চিত জান্নাত প্রাপ্ত হবেন তিনি। এই লোভেই হিন্দু নারীদের ধর্মান্তরিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে জিহাদীরা। সাথে থাকছে হিন্দু নারী শূন্য করার চক্রান্ত যা উপরে উল্লেখ করেছি। একদিকে মৃত্যুর পর ৭২ টি সুন্দরী নারীকে নিয়ে যৌন সুখ ভোগের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে জীবিত থাকা অবস্থায় হিন্দু নারীদের ভোগের বাসনা এবং সনাতন সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দেবার প্রচেষ্টা! মেয়েরা একটু ভেবে দেখুন আপনি নিজেকে কোথায় এবং কার কাছে সঁপে দিচ্ছেন? ইহজীবনে আপনি তার যৌন সেবা দাসী এবং পর জগতে আপনার কারণে সে ৭২ টি সুন্দরী নারীর সাথে অনন্তকাল যৌন সুখ ভোগ করবে। বিবাহিত জীবনে সে আপনাকে ছাড়াও আরো তিনজন নারীকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারবে!! সমস্ত কিছুতেই আপনি শুধুই ব্যবহৃত হচ্ছেন ঐ জিহাদীর যৌন সুখ মেটাতে। মৃত্যুর পূর্বে আপনার স্থান তার পায়ের নিচে আর মৃত্যুর পর আপনি ধর্মান্তর করণে সফল কোন জিহদীর ৭২ জন হুরের এক জন সর্দারণী হতে পারবেন।

আভিধানিক ও মার্জিত ভাষায় এর থেকে ভালো ভাবে কি ভাবে বুঝানো যায় সেটা আমাদের জানা নেই। একাধিক বিবাহ বা মৃত্যুর পর ৭২ টা হুর অনেকের কাছে ভালো হতে পারে কিন্তু তা সনাতন ধর্মের নারীদের জন্য মোটেও উপযোগী নয়। সার্বিক দিক বিবেচনা করে এই কথা

বলতে পারি জ্ঞানহীনতার কারণেই বা বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ধারণা না থাকার কারণেই আমাদের ছেলে মেয়েরা নিজেরাই এই অনৈতিকতার সহযোগী হচ্ছে। তাই নিজের মনে জিহাদীদের সম্পর্কে যতই রাগ, অভিমান বা ক্ষোভ থাকুক না কেন দোষ কিন্তু আমাদেরই বেশি। তাই নিজেদের সচেতন করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারো ঘর থেকে বা অন্য কোন ধর্ম থেকে তাদের সন্তানদের ছলে, বলে বা কৌশলে ছিনিয়ে নেওয়ার কোন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। আমরা যেমন অন্যের শান্তি নষ্ট করতে চাই না, ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের শান্তি কেউ নষ্ট করুক তা আমরা চাই না। নিজের ভাই বোনদের নিরাপদে সুস্থ ও সুন্দর রাখার প্রচেষ্টা আমাদের রাষ্ট্রীয়, মানবিক ও আইনগত অধিকার। অন্যকেউ আমাদের অধিকার হরণ করলে এর বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই রুখে দাঁড়াবো। আমরা কারো অধিকার হরণের চেষ্টা করিনা। তাই কেউ যেন আমাদের অধিকার হরণের চেষ্টা না করে। আমাদের অধিকার নিয়মিত ভাবে হরণ করা হচ্ছে বলেই আমাদের এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে হচ্ছে।

এই আলোচনার গভীরে প্রবেশের পূর্বে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি একটা সাক্ষাৎকার। ছলনায় ভুলে কুলত্যাগ করা এক নরীর অসহায় ও করুণ কাহিনী।

নিঃশব্দ সন্ত্রাসীর হাত থেকে ফিরে আসা অভাগিনীর সাক্ষাৎকারঃ

এখানে উল্লেখ করছি এই সাক্ষাৎকারটি ঐ অভাগিনীর এক বান্ধবীর মাধ্যমে নেওয়া হয়েছিল। সে লজ্জায় ও ঘৃণায় সবার সামনে আসতে চাইছিলো না। কিন্তু তাকে যে সব প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর সে দিয়েছে এই কারণে যে, **অন্য কেউ যেন তার মতো ভুল না করে। প্রকৃত সত্য কি সেটা যেন সবাইকে জানানো হয়। না জেনে আর কাউকে যেন তার মত পরিনতি বরণ করতে না হয়** এই অনুরোধ সে আমাদের কাছে করেছে।

প্রশ্ন - ১ সে কেন একজন বিধর্মী ছেলের প্রেমে পড়লো?

উত্তরঃ বিধর্মী ছেলেটার সাথে তার দেখা হয় যখন সে ক্লাস এইটে পড়ে। তখন তার মধ্যে প্রেমের কোনো ইচ্ছা ছিলো না। নাইনে উঠার পর ক্লাসের অন্যরা তাকে ক্ষ্যাপাতো, কারণ তার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই। ওর বয়স তখন ১৪-১৫ হবে। বুঝতেই পারছেন কি করছে না করছে বোঝার আগেই ঐ ছেলেটার ফাঁদে পড়ে যায় সে।

প্রশ্ন - ২ ঐ ছেলের মধ্যে এমন কি আছে যা সে হিন্দু ছেলের মধ্যে দেখেনি? নাকি ঐ ছেলে তাকে যেভাবে চাইছিলো সেভাবে অন্য কোনো হিন্দু ছেলে তাকে চায়নি?

উত্তরঃ আসলে ঐ বয়সে ধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না সে। ওর মা-বাবার, মেয়েকে নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানানোর তেমন আগ্রহ ছিলো না। ভেবেছিলেন বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এমনিতেই জানবে সে। আমরা ক্যান্টনমেন্ট স্কুলে পড়তাম। ওখানে হিন্দু ছেলের সংখ্যা বেশী ছিলো না তখন। আর ও এসবের ধার ধারতো না। অবেগী কথা বলে ওকে ভালই ফাঁসিয়েছিল জিহাদী ছেলেটা...

প্রশ্ন - ৩ প্রেমে পড়ার পর সে ঐ ছেলেকে বিয়ে করবে এবং ধর্মান্তরিত হবে এমনটা কি চিন্তা করেছিলো? অথবা সে কি ঐ ছেলেকে হিন্দু হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো? দিলে কি উত্তর পেয়েছিলো?

উত্তরঃ না, হওয়ার কথা চিন্তাই করেনি। ঐ ছেলেটা বিয়ের কথা বলত ঠিকই কিন্তু ধর্ম নিয়ে প্রসঙ্গ আসলেই এড়িয়ে যেত। তবে বিয়ের কথায় সে অমিতাকে (ছদ্মনাম) আশ্বাস দিয়েছিলো

যে, ধর্ম বদলানোর কোনো দরকার নেই। কিন্তু পরে সে কথা রাখেনি। ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর তিন দিন হোটেলে ছিলো তারা। ঐ তিন দিনে নয় বার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল তাদের মধ্যে। তিনদিন পর ঐ ছেলে বলে, ওর মা-বাবা বিধর্মীকে পুত্রবধু হিসাবে মেনে নিতে রাজি হচ্ছেনা। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে অমিতাকে মেনে নেবে না ছেলেটার পরিবার! তাই ইসলাম গ্রহণ করতে হবে তাকে। যেহেতু ঘর থেকে পালিয়ে তিনদিন হোটেলে ছিলো তাই মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ ছিলো না অমিতার। অমিতা ছেলেটিকে হিন্দু হওয়ার প্রস্তাব দিলে ঐ ছেলে খেপে গিয়ে অমিতাকে ইচ্ছেমত মেরেছিল। যেহেতু ফেরার আর কোন উপায় ছিলোনা, তাই বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল অমিতা। কিন্তু এক দিনের জন্যেও সে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি ধর্মান্তরকরণকে।

প্রশ্ন -৪; বিয়ের আগে সে কি শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল?

উত্তরঃ প্রথমবার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল প্রায় জোর করেই... অনেকটা ধর্ষণের কাছাকাছি। ইমোশনালি দূর্বল করে কাছাকাছি আনার পর সে অমিতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধর্ষণ করেছিলো। অমিতা তখন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। আর এই কারণেই ঐ জিহাদীকে ছাড়তে পারেনি সে। সে ঐ জিহাদীকে স্বামী বলে মানত! সে ভেবে নিয়েছিলো এটা ঐ ছেলের অধিকার! এরপর অনেকবার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল তাদের। বেশির ভাগ হয়েছে অমিতার বাসায়।

প্রশ্ন -৫; এ কেমন কথা? ঐ জিহাদী ধর্ষণ করলো, তবুও মেয়েটা তাকে স্বামী বলে মানত? কেন মানত? কেন সে সম্পর্ক ছিন্ন করলনা এরপরেও?

উত্তরঃ, ছেলেটাকে শুরু থেকেই সে স্বামী বলে মানত, তাই এটা ওর অধিকার মনে করতো অমিতা। তথাপি বিয়ের আগে কোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্ক হোক তা সে চায়নি। কিন্তু ঐ মুসলিম ছেলেটা সব সময় ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করত অমিতাকে। যেহেতু অমিতা তাকে স্বামী বলে মানতো, সেহেতু ধর্ষণকে সে স্বামীর ভালবাসা মনে করেছিলো! এখন সে ভীষণ অনুতপ্ত। সে সবাইকে সাবধান করে দিতে চায়; এই ভুল যেন কখনো কেউ না করে।

প্রশ্ন - ৬; ঐ ছেলের কাছ থেকে সে কি নিরাপত্তা আশা করেছিল? যা সে আশা করেছিল তা কি সে পেয়েছিল?

উত্তরঃ স্বাভাবিকভাবে একটি মেয়ে স্বামীর কাছে যে ধরণের নিরাপত্তা চায়, যেমন- একটা সুখী জীবন - সে সেটাই আশা করেছিলো। কিন্তু যা আশা করেছিলো তার এক শতাংশও পায়নি সে। অমিতাকে শ্বশুর বাড়িতে গাধার খাটুনি খাটতে হতো। অনেকটা কাজের মেয়ের মতন। জোর করে নামাজ পড়াত। আর নামাজে একটু ভুল হলেই বেদম মারত সবাই। যেহেতু বাবার বাড়ি, ধর্ম সবকিছু ছেড়ে এসেছে সে, সেহেতু ওর উপর অত্যাচার করাটা সহজ ছিলো।

প্রশ্ন - ৭; যেদিন ধর্মান্তরিত হবে সেদিন কি সে তার পরিবারের কথা ভেবেছিল?

উত্তরঃ মুসলিম ছেলেটা ওর সাথে অনেক বড় ধোঁকাবাজি করেছে। ধর্মান্তরিত হবার কথাইতো ছিলোনা। অমিতাকে ও বাড়ি থেকে নিয়ে পালানোর সময় ইসলাম গ্রহণের কথা নাকি কিছুই বলেনি। পালিয়ে গিয়ে তিনদিন হোটেলে ছিল। কিন্তু তিনদিন পর শর্ত জুড়ে দেয়, ধর্ম না বদলালে তার পরিবার নাকি বিয়ে করতে দেবেনা। আর ও নিজেও অমিতাকে বিয়ে করে গুনাহ্ করতে পারবেনা। তাই অমিতাকে মুসলিম হতেই হবে। তাই ধর্মান্তরিত না হয়ে অমিতার কিছুই করার ছিলোনা। ছেলেটাকে হিন্দু হতে বললে সে অমিতার গায়ে হাত তুলেছে। অমিতার কোনো উপায় ছিল না ধর্মান্তরিত হওয়া ছাড়া। অমিতা মনে করেছিল

যেহেতু সে ঐ জিহাদীর সাথে পালিয়ে গিয়ে তিনদিন ও তিন রাত হোটেলে কাটিয়েছে, সেহেতু তার মা-বাবা এবং সমাজ আর তাকে গ্রহণ করবেনা।

প্রশ্ন- ৮ ধর্মান্তরিত হবার পর ছেলে ও ছেলের পরিবার কি তাকে সম্মান দিয়েছে?
উত্তরঃ বিয়ের পর ঐ মুসলিম ছেলের পরিবার অমিতাকে কাজের মেয়ের সম্মান দিয়েছে। ছেলেটার পরিবার ওকে নির্যাতন করলেও ঐ ছেলে বিয়ের পর দুই মাস পর্যন্ত অমিতাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলো। এরপর অমিতার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে সে। বাজে মেয়েদের সাথেও নাকি ঘোরাফেরা করতো ঐ ছেলেটা।

প্রশ্ন- ৯ মা-বাবাকে সে যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে সেটাকে সে কিভাবে মূল্যায়ন করবে?
উত্তরঃ চোখের জল ছাড়া আর কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি ওর কাছ থেকে।

প্রশ্ন- ১০ বিয়ের পর অমিতা ওর স্বামীর সাথে সনাতন ধর্ম নিয়ে কথা বলেছিল?
উত্তরঃ সনাতন ধর্ম কথা বা আলোচনার কোনো প্রশ্নই উঠেনা। সনাতন ধর্মের নাম উচ্চারণ করাটাই পাপ তাদের কাছে। যেহেতু হিন্দুরা তাদের কাছে কাফের। এমনকি অমিতার কাছে একটা মা দূর্গার লকেট ছিল সেটার তার কাছ থেকে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল ওরা। অমিতা দিতে না চাইলে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও স্বামী সবাই মিলে মারধর করেছিল। ঐদিন তাকে খেতেও দেয়নি।

প্রশ্ন- ১১ সে কি ইসলাম মন থেকে পালন করতো?
উত্তরঃ সে বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলো। তাহলে কিভাবে সে মন থেকে তা পালন করবে? সে কখনো সনাতন ধর্ম ছাড়ার কথা ভাবেনি, সে ছলনায় পড়েছিল। অসহায় হয়ে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করেছিল। কিন্তু মন থেকে ত্যাগ করতে পারেনি। সে বলেছে, সে সব সময় সনাতন ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিল। আর এখন সব হারিয়ে আরো বেশী টান অনুভব করে সনাতন ধর্মের প্রতি।

প্রশ্ন- ১২ তাদের সন্তান হবার পর সন্তান কোন ধর্ম পালন করবে এসব নিয়ে কি কথা হয়েছিল ওর স্বামীর সাথে?
উত্তরঃ সন্তান নিয়ে সে কিছু বলেনি, কোনো আলাপও করেনি। তবে সন্তান হলে মুসলিমই করা হত তাকে। যেখানে সনাতন ধর্মের নামই উচ্চারণ করা নিষেধ সেখানে সন্তানকে সনাতন ধর্মে রাখবে সেটা চিন্তাও করা যায় না।

প্রশ্ন- ১৩ বিয়ে বা ধর্মান্তরিত হবার পিছনে অর্থ লোভ বা সামাজিক নিশ্চয়তাকে সে কি বড় করে দেখেছে?
উত্তরঃ অমিতার বাবা যথেষ্ট ধনী ছিলেন, তার উপর অমিতার মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। না চাইতেই সব পেয়েছে। অর্থের লোভ থাকলে হয়ত ঐ জিহাদীর ছিল। আর সামাজিক অনিশ্চয়তা নয়, ঘোরের মধ্যে প্রেম ও বিয়ে, অনেকটাই আবেগের কারণে। বাস্তবতা না জেনে, না বুঝেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে অমিতা।

প্রশ্ন- ১৪ অনেক মেয়ে বলে থাকে হিন্দু ছেলেদের নাকি পুরুষ বলে মনে হয়না তারা নাকি স্মার্ট নয়। সে কি এই রকম কিছু ভেবেছিল যে, মুসলিম ছেলেরাই স্মার্ট এবং তারাই পুরুষ বা এরকম কিছু?
উত্তরঃ অমিতা কোন হিন্দু ছেলের সাথে মেশার সময় বা সুযোগ কিছুই পায়নি। প্রেমে অন্ধ বলে একটি কথা আছে, তার উপর শারীরিক সম্পর্কও একটি বড় বিষয়। আর ঐ জিহাদী

কথায় কথায় নাকি অমিতাকে মানসিক অত্যাচার করত, ছেড়ে দেয়ার কথা বলত, ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করত।

প্রশ্ন- ১৫ সে কি ভেবেছিল ঐ ছেলে কখনোই বেইমানী করবে না?

উত্তরঃ অমিতা কখনো ভাবেওনি যে, মোল্লাটা তাকে এভাবে ধোঁকা দেবে। ঐ ছেলেকে নিজের মা-বাবা থেকেও নাকি বেশী বিশ্বাস করেছিলো! এর ফল সে এখন ভোগ করছে। বেঁচে থেকে প্রতিদিন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছে সে। তার কষ্ট সে কাউকে বুঝাতে পারবেনা। কান্নাই এখন তার শেষ সম্বল।

প্রশ্ন- ১৬ ঐ মুসলিম পরিবার হিন্দুদের কিভাবে মূল্যায়ণ করে?

উত্তরঃ মোল্লার পরিবার কট্টরপন্থী। আমি ওর বাসায় গিয়েছিলাম। ওরা বসতে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু অমিতার সাথে দেখা করতে দেয়নি। যেহেতু আমি জিন্স পরেছিলাম। মোল্লার বাবা জামাতের অনুসারী। মোল্লাও নাকি শিবিরে যোগ দিয়েছে। তবে সেটা সঠিক কিনা জানিনা। অনেক জামাতের অনুসারী আছে যারা হিন্দুদের সাথে ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু এরা তেমন না। এদের মানসিকতা খুবই নিম্নস্তরের।

প্রশ্ন- ১৭ অমিতা স্ত্রী হিসেবে ঐ মোল্লার ঘরে থাকার সময় মোল্লা কি কখনো হিন্দু ধর্মের কোন বিষয়ে কিছু জানতে চেয়েছে?

উত্তরঃ না। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি ছিল না কারো।

প্রশ্ন- ১৮ অমিতার বাপের বাড়ির সম্পদ পাবার কোন লোভ কি ছিল ঐ মোল্লার?

উত্তরঃ ছিলোনা মানে? হিন্দু সম্পদের উপর ওদের অনেক লোভ। মোল্লা খুব চাইছিল অমিতার মা-বাবা যেন এই বিয়ে মেনে নেয়। যেহেতু অমিতা মা-বাবার একমাত্র মেয়ে সেহেতু বাবা কোন সম্পত্তি দিলে সেটা তো মোল্লাই পেত। তবে মাঝে মাঝেই মোল্লা বলত আমাকে তো দিতেই হবে সম্পদ। মরলে কি সাথে নিয়ে যাবে? তাই আমার চিন্তা নেই।

প্রশ্ন- ১৯ ওদের যে বহু বিবাহ, সে বিষয়ে মোল্লা ও তার বাবার কি আগ্রহ ছিল?

উত্তরঃ ছিল। মোল্লার বাবা তিন বিয়ে করেছে। তাছাড়া মোল্লা বাজে মেয়েদের সাথে ঘোরাফেরা করা শুরু করেছে ইদানিং। আগেও সেই স্বভাব ছিল, যা অমিতা ধরতে পারেনি।

প্রশ্ন- ২০ অমিতার শ্বাশুরি কি মোল্লার বাবা মানে শ্বশুড় এর কাছে সম্মান পেত? যা ইসলাম দেয় বলে প্রচার করে।

উত্তরঃ যে ব্যাটা তিন বিয়ে করেছে সে সম্মান দেবে কিভাবে? তিন বউ এর মধ্যে দুই নম্বর টা ব্যাটার সাথে থাকে না। অমিতার শ্বশুর তার শ্বাশুরিদের মারধর করে। আর বাপকে দেখে মোল্লাও অমিতাকে নানাভাবে নির্যাতন করেছে। বিয়ের পর সে অমিতাকে অনেকবার মেরেছে।

প্রশ্ন- ২১ নারী হিসেবে সে মুসলিম পরিবারে কতটা মর্যাদা পেয়েছে? হিন্দু পরিবারে নারীদের যত মর্যাদা দেয়া হয় তার থেকে কতটা বেশী বা কম?

উত্তরঃ শ্বশুরবাড়িতে নারী হিসেবে তাকে প্রথম মর্যাদা দিয়েছে তার পড়াশোনা বন্ধ করে। যদিও মোল্লার সাথে বিয়ের আগে এমন কোন শর্ত ছিলনা। তাছাড়া অমিতা একটু ভুল করলেই মুসলিম স্বামী গায়ে হাত তুলত। এটা কি সম্মান দেয়া! হিন্দু থাকাকালীন সে যতটা স্বাধীনতা পেয়েছে পড়ার ক্ষেত্রে, ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে, ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষেত্রে- মুসলিম হয়ে তার

কোনটাই পায়নি, বরং হারিয়েছে সব। যারা কনভার্ট হয়ে মুসলিম হয় তাদেরকে ওরা কোন সম্মানই দেয় না। এরপরও মোহে পড়ে, মিথ্যা প্রচারে ও অন্ধ প্রেমে মেয়েরা এই ভুল করে।

প্রশ্ন- ২২ ধর্ম হিসেবে ইসলামকে সে কিভাবে মূল্যায়ন করে?
উত্তরঃ ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে হলে সেটাকে ভালবাসতে হয়। অমিতা ইসলাম ধর্মকে কোনদিন ভালবাসতে পারেনি। জোর করে মারের হাত থেকে বাঁচতে এই ধর্ম তাকে পালন করতে হয়েছে। তাছাড়া ইসলাম সম্পর্কে সে প্রায় কিছুই জানেনা। যেটা জানেনা সেটাকে সম্মানও করতে পারেনি কখনো।

প্রশ্ন- ২৩ ঐ পরিবারের বাকী সদস্যদের আচরণ কেমন ছিল?
উত্তরঃ মোল্লার বোন আর ছোট শ্বাশুড়ি ভাল ছিল। যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করত ওরা অমিতার সাথে। শ্বশুর, স্বামী ও অন্য দুই শ্বাশুড়ির আচরণ খুবই বাজে ছিল। অমিতা তাদের ঘরের ফার্নিচারের মতই ছিল। যাকে ঝেড়ে মুছে রাখতে হয় কিন্তু ভালবাসা যায় না। কেউ বেড়াতে এলে অমিতাকে তাদের সামনে বের হতে দিত না। এমনকি ঘরের বাইরে কোথাও যেতেও দিত না।

প্রশ্ন- ২৪ মুসলিম পরিবারে থাকা অবস্থায় তার সুখের স্মৃতি গুলি কি কি?
উত্তরঃ সুখের স্মৃতি খুব কম। গত ঈদে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল। আর একদিন লুকিয়ে সে তার মায়ের সাথে ফোনে কথা বলেছিল। ব্যস, আর কোন সুখস্মৃতির কথা বলতে পারেনি অমিতা।

প্রশ্ন- ২৫ মুসলিম পরিবারে থাকা অবস্থায় বেদনা দায়ক স্মৃতি কি?
উত্তরঃ অনেক আছে। প্রথমত ওর পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়া, জোর করে মুসলিম বানানো, বোরকা পড়াতে না চাওয়ায় অশ্রাব্য গালিগালাজ, নামাজে ভুল করায় বেদম পিটানো, প্রায় প্রতি রাতে জোরপূর্বক শারীরিক মিলনে বাধ্য করা, জোর করে গরুর মাংস খাওয়ানো, গরুর মাংস খেতে চায়নি বলে ডাইনিং টেবিলে ওকে চুল ধরে ফেলে দুই শ্বাশুড়ি ও শ্বশুড় মিলে জোর পূর্বক মুখে ঢুকিয়ে দেয়া এবং এরপর থেকে প্রায় প্রতিদিন গরুর মাংস রান্না হতো, অন্তত অমিতার জন্য। বাইরে যেতে না দেয়া। চাকুরী করতে চাওয়ায় পুরো একদিন খাওয়া বন্ধ রেখেছিল, এই ধরনের নানা অত্যাচার করা হতো যা বলে শেষ করা যাবে না।

প্রশ্ন- ২৬ মুসলিম স্বামীর সাথে বোঝাপড়া কেমন ছিল?
উত্তরঃ স্বামীর সাথে ওর সম্পর্ক অনেকটা মালিক আর চাকরের মত। বিয়ের আগে ওকে যতটা মূল্যায়ন করত বিয়ের পর ততটাই অবহেলা করে ওর স্বামী। ওর সম্মতি ছাড়া জোর করে ওকে ধর্ষণ করে। বাধা দিলে মারতেও দ্বিধা করেনা। প্রতি রাতেই চলত এমন নির্যাতন। মাংস পিন্ড ছিল সে ঐ মোল্লার কাছে, শারীরিক চাহিদা মেটানোর যন্ত্র।

ওকে আমার আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি। ওর মানসিক, স্বাস্থ্য পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়েছে, আপাতত ওকে বিশ্রাম করতে বলেছি। আগামী শুক্রবার ওর বাসায় যাব। কিছু প্রশ্ন থাকলে আমাকে দিয়ে দেবেন, আমি তখন উত্তর নিয়ে আসব।

অমিতার জন্য খুব খারাপ লেগেছে, অনেক কেঁদেছি। খুব মেধাবী ছাত্রী ছিল। কিন্তু বিয়ের পর

ওরা লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে। শীঘ্রই ও ডিভোর্স ফাইল করবে বলেছে।

পরের শুক্রবারের সাক্ষাৎকারঃ

প্রশ্ন- ২৭ এখন ফিরে এসে সে কেমন বোধ করছে?
উত্তরঃ এখনো সে পুরোপুরি ফিরে আসতে পারেনি, তবে মা-বাবার সান্নিধ্যে থেকে আগের দুঃস্বপ্ন ভরা স্মৃতিগুলো ভুলেযাবার চেষ্টা করছে...

প্রশ্ন- ২৮ যারা এইভাবে মুসলিম ছেলেদের সাথে প্রেম করছে তাদের জন্য ওর বক্তব্য কি?
উত্তরঃ বক্তব্য না, একটা সতর্কতা মূলক উপদেশ। মুসলিম ছেলে বা মেয়ের প্রেমে পরলে তার ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু হয়ে যাবার কথা বলা এবং তা সিরিয়াসলি বলতে হবে। কোন ধরনের শারিরীক সম্পর্কে জড়িয়ে পরার পূর্বেই হিন্দু করে নিতে বললেই তাদের আসল রূপ বের হয়ে পরবে। মোল্লারা হবে বলে আশ্বাস দিলে যেন ভুল করেও সেই ফাঁদে পা না দেয়। শারীরিক সম্পর্ক হয়ে গেলে সব আশ্বাস বিশ্বাস উড়ে যাবে। এই ভাবে যাচাই করলে প্রমাণ হয়ে যাবে প্রেম নাকি অন্য কিছু... যদি হিন্দু হতে রাজি হয় এবং সত্যি সত্যি হিন্দু হয় তবে চিন্তা করতে পারে, না হলে নয়। আমি আমার জীবনের সব হারিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছি আমার মত কেউ যেন এই ভুল না করে।

প্রশ্ন- ২৯ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে তফাৎ কি?
উত্তরঃ এটা বলা আসলে একটু কঠিন, ঐ মোল্লার বাড়িতে কিছু মানুষ ছিল যারা সত্যই কুলত্যাগ করা মেয়েটাকে পছন্দ করত, আবার স্কুলে তার কিছু হিন্দু বন্ধু ছিল যারা সব কিছু জানত তবুও তারা তাকে আটকায়নি বা বুঝায়নি। তাই দুইপক্ষেই ভালোও আছে আবার মন্দও আছে...

প্রশ্ন- ৩০ হিন্দুদের এমন কোন গুণ আছে যা মুসলিমদের নেই?
উত্তরঃ অবশ্যই আছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টি স্পষ্টত হিন্দু ধর্মেই বেশী শুধু বেশি নয় অনেক বেশি। ঐ বাড়িতে কুলত্যাগ করা মেয়েটা তার ইচ্ছা অনুযায়ী কারো সাথে কথাও বলতে পারতো না, কোথাও যেতে চাইলে যেতে পারতো না। তাছাড়া ওখানে তাকে জোর করেই ইসলাম ধর্ম পালন করানো হতো... যা সনাতনে ভাবাও যায় না...

প্রশ্ন- ৩১ মুসলিম পরিবারে এমন কোনো ভালো গুণ কি তার চোখে পড়েছে যা উল্লেখ করা যায়?
উত্তরঃ মুসলিম পরিবার গুলিতে আর কিছু না শেখাক, কিভাবে ধর্ম মেনে চলতে হয় তা শেখায়... ঐ বাড়ির ছোট থেকে বড় সবাইকেই কোরান পড়তে হতো, নিয়ম করে নামাজ পড়তে হতো... যে প্রথা আমাদের মাঝে দেখাই যায় না... তাদের পারিবারিক ধর্ম চর্চার যে নিয়ম তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন- ৩২ পারিবারিক নিয়মে হিন্দু ও মুসলিম পরিবারের তুলনা করতে গেলে সে কিভাবে করবে?
উত্তরঃ আমার মনে হয় মুসলিম পরিবার ধর্মীয়ভাবে একটু বেশীই কঠোর। ঐ বাড়ির মেয়েরা সবাই প্রাইমারি পাস ছিল। পর্দাপ্রথা এতই বেশী যে, মেয়েরা বাইরে পুরুষের সামনে যেতে পারত না। যদিও সবাই ইচ্ছে করে বোরকা পরত না। অন্যদিকে হিন্দু পরিবারে মেয়েদের ক্ষেত্রে একটু রক্ষণশীল হলেও তাদের ইচ্ছাকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর তা আমার

থেকে ভাল আর কেউ জানে না। আমি মা-বাবার কাছে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি সবসময়। পড়ালেখা বা আরাম আয়েশের ক্ষেত্রে... আমার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করবে সেটা আমি বা আমার মা বা আমার বাবা স্বপ্নেও ভাবেনি বা ভাবার প্রশ্নই অসেনা। সুতরাং নারীরা হিন্দু ঘরে অবশ্যই বেশি অধিকার পায়, ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বেশি পায়।

প্রশ্ন- ৩৩ একজন হিন্দু মা-বাবা কোন কোন দিক দিয়ে মুসলিম মা-বাবা থেকে ভালো?
উত্তরঃ আমি আমার মাকে বন্ধু বানাতে পারি, বাবার কাছে শিক্ষা নিতে পারি। ঐ পরিবারে এসব চিন্তার বাইরে। ফ্রি হয়ে কথা বলা দূরে থাক মেয়েরা বাবার সাথে কথা বলার দুঃসাহসও করে না...

প্রশ্ন- ৩৪ হিন্দু মা-বাবার কি কি অবহেলা আছে, যার কারণে একজন হিন্দু মেয়ে ধর্মান্তরিত হবার মতো আত্মঘাতী কাজ করার দুঃসাহস করে?
উত্তরঃ অবহেলা না, উপেক্ষা... মা-বাবা সাধারণত এজাতীয় বিষয় নিয়ে সন্তানদের সাথে কোন কথা বলেন না। সনাতন ধর্ম নিয়ে, মুসলিম সন্ত্রাস নিয়ে সন্তানদের মাঝে কোন ধারণাই থাকে না। কিছু রীতি-নীতি যা আজকালের মেয়েরা মেনে নিতে পারে না, এক প্রকার অভিমানও কাজ করে বলে আমার মনে হয়। মূলত সচেতনতার অভাবের কারনেই এটা হয়।

প্রশ্ন- ৩৫ হিন্দু পরিবারে কোন কোন ধরণের অপ্রাপ্তি আছে যা মেয়েদের হতাশাগ্রস্থ করে কুলত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে?
উত্তরঃ আমার ধারণা সবচেয়ে বড় কারণ সম্পত্তির অংশ। মুসলিমরা এ কথাটি দিয়েই হিন্দুদের টার্গেট করে... আমি নিজেও এই বিষয়টা নিয়েই অভিমানে ছিলাম... তারপর আছে পুত্র ও কন্যা সন্তানের বিভেদ। অনেক অনুষ্ঠান আছে যা করার জন্য ছেলেদেরকেই বেছে নেয়া হয়। তাছাড়া কিছু ধর্মগ্রন্থে মেয়েদের নিয়ে অশ্রদ্ধামূলক কিছু লিখা আছে বলে অপপ্রচার চালানো হয়, যার জন্য বেশীরভাগ মেয়েই মনেকরে তাদের অবহেলা করা হচ্ছে। বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী বা গীতা পাঠ করার মত পরিবেশ বা বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে সনাতন ধর্মে কি আছে সেই সম্পর্কে একেবারেই অন্ধকারে থাকে মেয়েরা। তাই অপপ্রচারকে সত্য মনে করে তারা। এই ভাবেই ধর্মান্তরিত হয়।

প্রশ্ন- ৩৬ নারী হিসেবে সে এই মুহূর্তে কি একজন হিন্দু ছেলেকে নিজের স্বামী রূপে পেতে চায়? যদি চায় তবে কেন চায় সে?
উত্তরঃ (নিরুত্তর) উত্তর দিতে রাজি হয়নি... কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে সে।

প্রশ্ন- ৩৭ নিজের মা-বাবা তার আত্মহণনমূলক সিদ্ধান্তের কারণে যে পরিমান অপমানিত ও ব্যথিত হয়েছে, সেই ব্যাপারে তার মতামত কি?
উত্তরঃ বিয়ের পর থেকেই সে অনুশোচনায় ভুগছে... এবং আজীবন এই পাপের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে, সে সেটা বুঝে। তাই এই ধরনের প্রশ্ন করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আর দুচোখ দিয়ে জল বের হয়।

প্রশ্ন- ৩৮ তার মুসলিম হয়ে যাওয়ার কারণে মা-বাবা যে কষ্ট পেয়েছে সেটাকে সে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?
উত্তরঃ উত্তর দিতে রাজী হয়নি... কান্না করছিল।

প্রশ্ন- ৩৯ চৌদ্দ বছর থেকে অবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের জন্য সে কি সাবধানতামূলক কোন

বক্তব্য দিতে চায়?

উত্তরঃ কোনো বিধর্মী যদি বিয়ে বা ধর্মান্তর হওয়ার প্রলোভন দেখায়, সেই প্রলোভনে যেন কোনভাবেই সম্মতি না দেয়। আগে পড়ালেখা, ক্যারিয়ার গড়বে... কোন দ্বিধা থাকলে নিজের ধর্মগ্রন্থগুলো পড়বে। না বুঝলে বড় কাউকে বলবে বুঝিয়ে দিতে... কিন্তু কোনোভাবেই যেন ধর্মান্তর বা বিধর্মীদের ফাঁদে পা না দেয়। ঐ ফাঁদে পা দিলে আমার মত নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তাদেরকে।

প্রশ্ন- ৪০ মুসলিম ছেলেরা কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে হিন্দু মেয়েদের ফাঁদে ফেলত?

উত্তরঃ অমিতার সাথে প্রথম দিকে হিন্দু ধর্ম নিয়েই কথা বলত ঐ মোল্লা, তারপর বলত মানবতা নিয়ে। এর পর ধীরে ধীরে ইসলাম নিয়ে কথা বলত। ইসলাম মানবতার ধর্ম, নারীদের অনেক সম্মান দেয় এই সব বলত। কেন জানিনা যাচাই না করেই তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আমি।

---: সমাপ্ত :---

এই সাক্ষাৎকার থেকে উঠে এসেছে অনেক কিছু। এই সাক্ষাৎকার থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, দোষ অন্যকে দিয়ে লাভ নেই। আমাদের নিজেদেরকেই সচেতন হতে হবে। মেয়ের বয়স ১৩ বা ১৪ বছর হয়েছে কিন্তু তার সাথে কি করে এই ধরনের বয়ঃসন্ধী কালের কথা আলোচনা করবেন? এই দ্বিধায় থাকলে আপনার মেয়ের, বোন, আত্মীয়ার অবস্থা কাল অমিতার মত হবে না এই নিশ্চয়তা কে দিবে আপনাকে? এই অমিতা তো না জেনে না বুঝেই ১৩ বা ১৪ বছর বয়সে ভুল করে বসেছিল।

এই ধরনের আত্মহণনমূলক ভুল করা উত্তম? নাকি লজ্জার আবরণ ভেঙ্গে মেয়ের সাথে সব বিষয়ে আলোচনা করা উত্তম? বাবা-মা, আত্মীয়পরিজনরা একটু ভেবে দেখবেন। এখানে মুসলিমের দোষ দিয়ে লাভ নেই, দোষ আমাদেরই। আমরাই নিজেদেরকে অন্ধ করে রেখেছি। বাবা মাকে মনে রাখতে হবে নিজেরা সন্তানের বন্ধু হতে পারলে সন্তানদের আর বাইরের বন্ধুর দরকার হয় না। প্রকাশ্যে বা আড়ালে যা ঘটে থাকে তা যদি নির্ভয়ে বাবা মা সন্তানের সাথে আলাপ করতে পারে তবে তারা আর ভুল করতে পারবেনা। নিজের সন্তানের সুন্দর জীবনের কথা চিন্তা করে হলেও বন্ধু হয়ে তাদের সহায়তা করুন এবং পারিবারিক ধর্ম শিক্ষা চালু করুন। নিজে ধর্ম সম্পকে জেনে সন্তানদের সেই জ্ঞান প্রদান করুন।

কিভাবে সাংগঠনিক পৃষ্টপোষকতায় এই সন্ত্রাস হয়?

উত্তরঃ শুরুতে 'লাভ জিহাদ' সংগঠন থেকে অর্থ সহায়তা দিয়ে কিছু আকর্ষণীয় যুবকদের মাঠ পর্যায়ে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। একটি হিন্দু মেয়েকে ধর্মান্তরিত করতে পারলে দুই থেকে পাঁচ লক্ষ টাকার পুরস্কার, আবার এক বছর থাকা খাওয়ার ব্যয় বহন করত এই সংগঠনটি (বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য)। এক বছরের মধ্যে মেয়েটি সন্তান প্রসব করলেই ঐ ছেলে অন্য একজনকে পুনরায় নিঃশব্দ সন্ত্রাসের কবলে ফেলার জন্য মাঠে নেমে পড়ে। এভাবে এক ছেলে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করে। যেহেতু কুলত্যাগ করলে অজ্ঞানতার কারণে হিন্দুরা ঐ কুলত্যাগীকে ফিরিয়ে নেয় না, সেহেতু অবহেলিত মেয়েগুলির স্থান হয় পতিতা পল্লীতে! আর পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ধনী ইসলামিক দেশগুলি থেকেই অর্থ সহায়তা পায় এই সংগঠনগুলি।

এখন ব্যাক্তি পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে এই সন্ত্রাসঃ

একটা সময় সাংগঠনিকভাবে হতো এই সন্ত্রাস। সাংগঠনিক পর্যায়ে ব্যাপক সফলতার কারণে

এবং প্রচারমাধ্যমে তাদের সফলতাগুলি প্রচারের কারণে, লাভ জিহাদের কাজের প্রতি সংগঠনের বাইরে মুসলিম ছেলেরাও উৎসাহিত হয়। সংগঠনের বাইরে থাকা মুসলিম ছেলেরা এখন ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগে এই কাজ করছে। সেই সাথে সাথে একজন হিন্দু মেয়েকে মুসলিম করতে পারলে নিশ্চিত বেহেস্ত এবং সেখানে ৭২টি চির যৌবনা হুর পরী পাবার লোভে এই কাজ করতে অনেক মুসলিম ছেলে উৎসাহিত হচ্ছে। এভাবে জানাজানি হয়ে যায় যে, **'লাভ জিহাদ'** নামের একটা সংগঠন থেকে "নিঃশব্দ সন্ত্রাস" করা হচ্ছে। বর্তমানে তাদের এই আসুরিক প্রচেষ্টা সফলতার মুখ দেখছে। কারণ আমাদের সনাতন পরিবারগুলিতে ধর্মচর্চার বা নীতি শিক্ষার কোন বালাই নেই। অতি সহজে আমাদের মেয়েদেরকে ধর্মান্তরিত করা যায়। সাথে আছে জোকার নায়েকের (জাকির নায়েক) সীমাহীন মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের ভিডিও যা সনাতন ধর্মের লোকেরা দেখে আর মনে করে জোকার সব সত্যি বলছে। প্রকৃতপক্ষে সে কত বড় মিথ্যাবাদী সেটা সেই ব্যক্তি বুঝবে যিনি ধর্মচর্চা করেন।

কিভাবে প্রতারণার শিকার হচ্ছে আমাদের মেয়েরা?

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ
ঘরে প্রাইভেট টিউটর হচ্ছে মুসলিম। অবৈধ কাজ করার জন্য প্রতিদিন দেখা করার মতো এমন বৈধ সুযোগ আর কি হতে পারে? মন দেওয়া নেওয়ার উপযুক্ত স্থান এটা। কোচিং সেন্টার, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে নিঃশব্দ সন্ত্রাসীরা। কারণ সেখানে অবাধ মেলামেশার সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগগুলোকে সর্বাধিক কাজে লাগায় এই সন্ত্রাসীরা।

কিভাবে উপরের ধাপে উল্লেখিত সুযোগ গুলিকে কাজে লাগায় সেটা নিচের লেখাগুলো পড়লে বুঝতে পারবেন আপনারা ----

হ্যাঁ, জিহাদীদের সব সময় লোভ থাকে হিন্দু মেয়েদের প্রতি। একজন হিন্দু মেয়েকে ধর্মান্তরিত করতে পারলে পরপারে ৭২টি হুর পরী পাবার লোভে ধর্মান্তরকরণকে তারা নৈতিক ও অবশ্যই করণীয় কাজ বলে মনে করে। আমাদের অসচেতন পরিবারগুলি নিজেদের মেয়ের জন্য ঐ জিহাদীগুলিকে গৃহ শিক্ষক হিসেবে রাখে। তখন পাঠ দানের পাশাপাশি তারা তাদের অসৎ উদ্দেশ্যগুলিকে চরিতার্থ করার জন্য উপযুক্ত সুযোগ পায়। উঠতি বয়সের মেয়েদের গুরুত্ব, উপহার ও পর্যাপ্ত সময় দিলে তারা অনেক সময় সেই ছেলের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। শুরুতে যার যার ধর্ম তার তার বলে সম্পর্ক শুরু করে, এরপর ফাঁদে ফেলে মুসলমান বানায়। যদি মেয়েটা ধর্মান্তরিত হতে না চায়, তবে তাকে চরম মূল্য দিয়ে ফিরে আসতে হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফোন কল রেকর্ড, দূর্বল মুহুর্তের ছবি তুলে রাখা, ভিডিও রেকর্ড করে রাখা, বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবদের সাক্ষী রাখা থেকে শুরু করে নানা প্রমাণ তারা সংগ্রহ করে রাখে। ধর্মান্তরিত হতে না চাইলে ঐ সব প্রমাণগুলি দিয়ে প্রতারণা করা শুরু করে দেয়। তখন তাদের আসল মুখোশ বের হয়, কিন্তু ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে যায়। সামাজিক সম্মান বাচাঁতে নিজের সম্ভ্রম বিকিয়ে দিতে হয়।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুদের দ্বারা এই সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে মেয়েরাঃ
আমরা এমনও দেখেছি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সনাতন ধর্মের মেয়েকে ঐ জিহাদীগুলি টার্গেট করলে অন্য কোন হিন্দু বন্ধু বা বান্ধবীদের পটিয়ে বা তাদেরও নিয়মিত দামী দামী রেস্তোরায় খাইয়ে বা উপহার দিয়ে টার্গেটকৃত মেয়ের ফোন নাম্বার, জন্ম তারিখ, পছন্দের জিনিস, চাহিদা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেয়। তারপর ধাপে ধাপে ঐ মেয়ের সমস্ত চাহিদা সে পূর্ণ করে। এভাবে একটা উঠতি বয়সের মেয়ে ঐ জিহাদীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে

যায়। এরপর ঐ মেয়েকে ছাড়া বাঁচবে না বা তাকে না পেলে আত্মহত্যা করবে ইত্যাদি বলে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল করতে শুরু করে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের সনাতন ধর্মের ছেলে মেয়েরা না বুঝে সামান্য উপহার ও দামী রেস্তোরায় খাওয়ার লোভে ঐ মেয়ের সর্বনাশ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন সময়ে তারা মেয়েটাকে বলে, কাল রাতে ঐ ছেলে ঘুমাতে পারেনি, সে নিজের হাত কেটে ফেলেছে, সে এখন নেশা করছে, সে নিজেকে শেষ করে দেবে তোকে না পেলে, সে আত্মহত্যা করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যেহেতু হিন্দু ছেলে মেয়েরা না বুঝে, না জেনে এই কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখে সেহেতু এটার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে ঐ মুসলিম যুবক তার অভিসন্ধি পূর্ণ করে। তাই আমাদের ছেলে মেয়েদের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখতে হবে।

অভাব বোধের কারণেঃ
সাধারণত আমাদের সনাতন পরিবারগুলিতে মেয়েদের কিছুটা হলেও নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হয়। বলার অপেক্ষাই রাখে না যে, অন্ধ ও অনৈতিক সমাজে নারীদের সব সময় অপমানিত হতে হয় এবং প্রকাশ্যে চলাফেরা করা কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাতের বেলায় একা ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। আমাদের মেয়েরা হাত খরচ চালানোর জন্য আয় রোজগার করতেও পারে না। মাতা-পিতা যা দেন তাই দিয়ে মেয়েদের চলতে হয়। পক্ষান্তরে ছেলেরা প্রাইভেট পড়িয়ে বা পার্ট টাইম চাকুরী করে হাত খরচ চালায়। একই বয়সী একজন ছেলে যখন দামী মোবাইল নিয়ে ঘুরে, তখন সমবয়সী মেয়ের কাছে একটা দামী মোবাইল প্রত্যাশার বস্তু হয়ে যায়। মোবাইল, ল্যাপটপ, টকটাইম, বিভিন্ন দামী পোশাক, দামী দামী রেষ্টুরেন্টে খাবার লোভ থাকে উঠতি বয়সের মেয়েদের কাছে। যেহেতু পরিবার থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, সেহেতু অভাব থেকেই যায়। এই অভাব বোধকে খুব সহজেই বুঝে নেয় ঐ জিহাদীরা এবং তারা মেয়েদের সেই চাহিদাগুলি ধাপে ধাপে পূর্ণ করতে থাকে। এই ভাবেই অবুঝ মন দূর্বল হয়ে পড়ে। এর ধারাবহিকতায় **'মুসলিম হলেও ছেলেটা ভাল'** ভাবতে দ্বিধা বোধ করে না।

হঠাৎ সুবিধা প্রাপ্তিঃ
আলাদীনের চেরাগ পাবার মতো হঠাৎ উপস্থিত হয় নিঃশব্দ সন্ত্রাসী। সে মেয়েটাকে জীবনের হীরা-মানিক মনে করতে থাকে, না চাইতেই বই, কলম, গাড়ি ভাড়া, মোবাইল, টকটাইম, চাইনিজ খাওয়ানো, ল্যাপটপ কিনে দেওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুই দিতে থাকে। অতৃপ্ত আত্মা হঠাৎ সবকিছু পেয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং সন্ত্রাসীর ছলনায় পা দেয়।

অতি ও অপ্রয়োজনীয় উদারতার কুফলঃ
শুরুতে ঐ সন্ত্রাসীরা মেয়েদের বলে আমি ধর্ম-কর্ম মানি না, আমি উদার। তোমার ধর্ম তুমি পালন করবে, আমার ধর্ম আমি। এইসব উদারতার কথা শুনে সর্ব্বধর্ম সমান জ্ঞান করা- হিন্দু মেয়েরা বিমোহিত হয়ে যায়! তারা বুঝতেই পারে না যে, দুর্যোধনের বংশধর শকুনির চাল দিয়েছে এবং সেই চালে পা দিয়ে নিজের জীবনের ধ্বংস ডেকে আনছে ঐ মেয়ে।অন্যদের কাছে সর্ব্বধম সমন্বয় বলে যে কিছু নেই সেটা আমরা বুঝেও না বুঝার ভান কারি। ওরা বলে ইসলাম গ্রহণ না করলে সবাই কাফের ও মালাউন্ আর আমরা বলছি সর্ব্বধর্ম সমন্বয়ের মত হাস্যকর কথা। আপনি কিছুটা ছাড় দিবেন এবং অন্যরা কিছুটা ছাড় দিবে তবেই তো সমন্বয় হবে কিন্তু ওরা তো কিছুই ছাড়বেনা বরং সবকিছু নিজেদের করতে ধর্ষণ, হত্যা ও লুট করাকে বৈধতা দিয়েছে এবং ফরজ বলেছে! তাহলে কার সাথে সমন্বয় হবে? কি ভাবে হবে? সর্ব্বধর্ম সত্য হলে ধর্মান্তরিত হতে অসুবিধা কোথায় থাকে আর? এই ভাবেই অতি উদারতার কুফল ভোগ করতে হয় আমাদের।

অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কুফলঃ
প্রচার মাধ্যমের কল্যাণেই হোক, বয়সের আবেদনের কারণেই হোক, ইউরোপ ও আমেরিকার কালচারের প্রভাবেই হোক- প্রেম করলেই শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যায় এখন। পার্কে, বিভিন্ন চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে, কফি হাউজের নিভু নিভু বাতিতে প্রায় সবধরণের অনৈতিকতা করা সম্ভব। জটিল যান্ত্রিক জীবনে মাতা-পিতা উভয়েই কর্মব্যস্ত। আবার এখন যৌথ পরিবার কম। তাই সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে চলাফেরা করছে এসব খবর রাখতে পারে না অনেকেই। অনেক ক্ষেত্রে বাসা খালি থাকে এবং সেই সুবিধা নেয় ঐ সন্ত্রাসী জিহাদী, বা নিজে খালি বাসা জোগাড় করে শারীরিক সম্পর্ক শুরু করে দেয়। না চাইতেই সবকিছু পেয়ে যাচ্ছে বলে ঘোরের মধ্যে থাকা কিশোরী ঐ সন্ত্রাসীকে নিজের স্বামী মনে করে এবং প্রথমে বাধা দিলেও, এক পর্যায়ে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না; সঁপে দেয় ঐ জিহাদীর হাতে। মনস্তাত্ত্বিক কারণে হোক বা বিধাতার নিয়মেই হোক, একবার শারীরিক সম্পর্ক হয়ে গেলে মেয়েরা ঐ সন্ত্রাসীকে আর ছেড়ে আসতে পারে না, কিন্তু ছেলেরা ফিরে আসতে পারে। এই দুর্বলতার কথা নিঃশব্দ সন্ত্রাসীরা খুব ভালভাবেই জানে।

তাই দ্রুত টাকা ইনভেস্ট করে মোহে ফেলে দিয়ে তারা শারীরিক সম্পর্ক করে ফেলে। বিভিন্ন যুব সংগঠন এর বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে দেখেছে, শারীরিক সম্পর্ক হয়েছে এমন মেয়েদেরকে আর ফিরানো যায় না। পক্ষান্তরে শারীরিক সম্পর্ক হয়নি এমন মেয়েকে ফিরানো সম্ভব হয়েছে। এই সব তথ্য আমাদের উঠতি বয়সের মেয়েদের জানাতে হবে। লজ্জা বা দ্বিধায় থাকলে হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে লজ্জা বা দ্বিধা থেকেও কুলত্যাগ রোধ করার প্রয়োজনীয়তা বেশী। নিজেকেই নিজেই প্রশ্ন করুন নিজের মেয়ে বা নিজের বোন বা নিজের বান্ধবী কুলত্যাগ করলে ভাল হবে, নাকি কুলত্যাগ রোধ করতে এই সব তথ্য তাদের জানালে ভালো হবে?

পারিবারিক অবহেলা ও অন্যান্য কারণঃ
পারিবারিক ধর্ম চর্চার অভাব, নীতি শিক্ষার অভাব, ইংরেজী মিশনারী স্কুলে পড়ানোর কুফল, ইসলামিক স্কুল-কলেজ ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর প্রভাবে, হিন্দি সিনেমায় হিন্দু ও জিহাদীদের সমান দেখানোর যে প্রচেষ্টা, আবার সর্ব্বধর্ম সমন্বয়ের যে বিষ ছোট কাল থেকে হিন্দু ছেলে মেয়েদের পরিবার থেকে দিয়ে দেওয়া হয়, সেই প্রভাবের কারণে আমাদের মেয়েগুলি অতি উদার হয়ে থাকে। ঈশ্বরতো সব স্থানেই আছে, তাই ইসলামেও ঈশ্বর আছেন! রাম রহিমে কি তফাৎ? সবইতো সমান। তাই ধর্মান্তরিত হতে ক্ষতি কি আর? এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় উদারতা পরিহার করার সময় এসেছে।

উদারতার সঠিক অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থতা ও তার কুফলঃ
সর্ব জীবে ঈশ্বর আছেন এটা সঠিক, সর্ব ধর্মের আহুতি পরমাত্মার কাছে যায় এটাও সত্যি, "যত মত তত পথ" এটাও সত্যি, ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন- এই কথাই আমরা বলে থাকি সেটাও সত্যি। কিন্তু **এই উদারতার টেন্ডার কি বিধাতা শুধুমাত্র সনাতান ধর্মাবলম্বীদেরকেই দিয়েছেন? আর কি কারো দায়িত্ব নেই?** যারা ভাবে আমরা গনিমতের মাল! আমাদের মেয়েরা তাদের ভোগের সামগ্রী! আমরা হলাম মালাউন। তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া আছে ১০০ ভাগ ইসলাম প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত জিহাদ করে যেতে হবে। এই জিহাদের জন্য হত্যা, ধর্ষণ ও লুট সবই জায়েজ। একজন হিন্দু মেয়েকে ধর্মান্তরিত করতে পারলে ৭২ টি হুরপরী পাবে মৃত্যুর পরে! শুধুমাত্র ইসলামিক উম্মার শান্তি যারা কামনা করে তাদের সাথে উদারতার ধারকেরা যখন সমন্বয়ের চেষ্টা করে, তখন সেই সুযোগ লুফে নেয় ঐ সন্ত্রাসীগুলি। নিঃশব্দ সন্ত্রাস দ্বারা সনাতন সম্প্রদায়ের নারীদের ধর্মান্তরিত করে সনাতন ধর্মের অনুসারীদের

নারীশূন্য করতে চায় ওরা। এই ভাবেই নিঃশব্দ সন্ত্রাসের কবলে পড়ছে আমাদের মেয়েরা। এর জন্য আমাদের পরিবারগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী।

কিছু ব্যতিক্রমী ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণঃ
এক হিন্দু ছেলে এক হিন্দু মেয়েকে ক্লাস এইট থেকেই পড়ালেখার খরচ দিয়ে আসছে। ছেলেটা নিজেই প্রাইভেট পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ জোগার করতো। সে থাকতো শহরে আর মেয়েটা গ্রামে। ছেলেটা চার বা ছয় মাসে একবার বাড়িতে যেতো। মেয়েটা যে কলেজে পড়তো সেখানে এক দুবাই ফেরত লোকের ছেলে পড়তো। সে এই মেয়েটাকে টার্গেট করে এবং তিন মাসে প্রায় ৬০,০০০ (ষাট) হাজার টাকা খরচ করে। সন্ত্রাসীর ছলে পা দিয়ে হিন্দু মেয়েটা পালিয়ে যাওয়ার সব পরিকল্পনা সম্পন্ন করে ফেলে! ঐ মেয়ের তখন মনে নেই যে, বিগত চার বছর ধরে তার নিজের উন্নয়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে আর একজন হিন্দু ছেলে, যে তাকে সত্যিই ভালবাসে। যখন অভাগা হিন্দু ছেলেটি টের পায় এই মেয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে যাবে তখন সে হিন্দু মেয়েটিকে উদ্ধারের কাজে নেমে পড়ে। ঐ ছেলেটা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে মেয়েটার মোহ ভঙ্গ করে এবং রাগে, অভিমানে, ঘৃনায় ভালবাসার বন্ধন থেকে ঐ মেয়েকে মুক্ত করে দেয়।

কিন্তু এখানেই আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, হিন্দু ছেলেটা যে টাকা চার বছরে খরচ করেছে, সেই টাকা তিন মাসে ইনভেস্ট করে ঐ হিন্দু মেয়েকে মোহে ফেলে দেয় এবং সর্বনাশের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে যায়। এইভাবে কত মেয়ে অসচেতনতার কারণে নিজেদের জীবন বিপন্ন করছে তার ইয়ত্তা নেই।

অভিভাবকদের উদাসীনতাঃ
স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিঃশব্দ সন্ত্রাসীর সাথে অবাধ মেলামেশার কারণে এক হিন্দু মেয়ের বন্ধু মেয়ের বাবাকে সাবধান করতে যায়। গিয়েই সে মেয়ের বাবার তোপের মুখে পড়ে। মেয়ের বাবা বলে, নিশ্চয় আমার মেয়ের প্রতি তোমার আগ্রহ বেশী তাই তুমি আমার মেয়ের নামে বদনাম করছ। মেয়ের বাবা ছোটলোক ডাকা থেকে শুরু করে সব ভাবেই অপমান করেছে ঐ ছেলেকে। উপকার করতে যাওয়া ঐ ছেলে মাথা নত করে চলে আসে। ঠিক পাঁচদিন পরেই ঐ মেয়ে নিঃশব্দ সন্ত্রাসীর সাথে পালিয়ে যায়। খবর নিয়ে জানতে পারি ঐ মেয়ের সাথে জিহাদীটির চার বছরের প্রেমের সম্পর্ক এবং দুই বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক ছিল! ঐ অসচেতন হতভাগ্য পিতা কান্নারত কণ্ঠে উপকার করতে আসা ছেলের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমা চেয়ে কি হবে? যা সর্বনাশ হওযার তাতো হয়েই গেছে। অন্তত এই ঘটনা থেকে আমাদের অভিভাবকদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ। যা রটে তার কিছুটা হলেও বটে। এই কথা ভুলে থাকলে চলবে না আর।

নিঃশব্দ সন্ত্রাসী থেকে মুক্তি পাবার পরও নিস্তার নেইঃ
বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পর্ক ছিল নিঃশব্দ সন্ত্রাসীর সাথে। অবাধ মেলামেশা করার সময় অন্তরঙ্গ মুহুর্তের ছবি তুলে রাখে ঐ সন্ত্রাসী। আবার সবগুলি ফোনকলের রেকর্ড, এসএমএস এর রেকর্ড রাখে সে। টের পেয়ে হিন্দু পরিবার ভালো ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দেয়। এখন ঐ সন্ত্রাসী মেয়ের স্বামীর কাছে রেকর্ডকৃত অন্তরঙ্গ ছবি, ভিডিও, ফোনালাপ ও এসএমএস এক এক করে পাঠাচ্ছে এবং হুমকী দিচ্ছে ডিভোর্স করে ঐ মেয়েকে তার হাতে তুলে না দিলে সে এই তথ্যগুলি বাজারে ছেড়ে দেবে এবং ছেলে ও মেয়ের সব আত্মীয়ের বাসায় একটা করে সিডি পাঠিয়ে দেবে। সুতরাং সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলেও নিস্তার নেই এই সন্ত্রাসীগুলোর কবল থেকে।

হিন্দু সেজে প্রতারণা (নতুন কৌশল)ঃ
ইদানীং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু নাম দিয়ে হিন্দু মেয়েদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছে এই সন্ত্রাসীরা! কোনো কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই ঐ সন্ত্রাসীগুলি সময়, অর্থ ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মোহে ফেলে দেয় হিন্দু মেয়েদের। উঠতি বয়সের মেয়েরা অন্ধ মোহে পড়ে বাছবিচার করার মতো বুদ্ধিমত্তা হারিয়ে ফেলে। সুযোগ সুবিধা বুঝে ফোনকল রেকর্ড করে দুর্বল মুহুর্তের ছবি ও ভিডিও ধারণ করে রাখে ঐ সন্ত্রাসীরা। কোনো কারণে ভাগ্যগুনে মেয়েটা যদি টের পেয়ে যায় বা বুঝতে পারে যে, এই ছেলে হিন্দু নয়, তখন সন্ত্রাসীরা ফোন কল রেকর্ড, ছবি ও ভিডিও দ্বারা প্রতারণা শুরু করে দেয়। সাধারণত মেয়েরা সামাজিক লাজ লজ্জার ভয়ে মুখ খোলে না। তখন সামাজিক মান রক্ষার স্বার্থে ঐ প্রতারকের নির্দেশ মেনে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হয় তাদের কাছে। টাকা দাবী করলে টাকা দিতে হয়, শরীর দাবী করলে তাও দিতে হয়। এমনকি সন্ত্রাসীরা অন্য বন্ধুদের দিয়েও মেয়েদের শারীরিক নির্যাতন করায়, এরকম প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে।

হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে জিহাদীগুলি। ইস্কনের ইয়োথ কোর্সে গীতা ও বিভিন্ন ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। হিন্দু নাম নিয়ে জিহাদীরা এসব কোর্স করছে এবং হিন্দু আচার-আচরণ আয়ত্ত্ব করছে। এ ভাবে তারা দ্রুত হিন্দু মেয়েদের ছলনার জালে আবদ্ধ করতে পারছে। সন্দেহ করার আর উপায় থাকছে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র হিন্দু মেয়েদের টাকার লোভে ফেলে টার্গেটকৃত মেয়ের বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করছে জিহাদীরা।

কিভাবে এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব?

* শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে সহজেই তাদের ধর্মান্তরিত করতে পারছে জিহাদীরা। মনে রাখবেন শিশুরা হলো কাঁচা মাটির মত, তাদের যে ছকে ফেলা হবে তারা সেই ছকের আকৃতি ধারণ করবে। তাই আপনার সন্তানকে আপনার ছকে ফেলে নিজের করে নিন।
* সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী শিশুদের না বলাই ভালো। যেহেতু আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ নই, সেহেতু সবার ধর্ম সত্য কিন্তু সনাতন ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং অবশ্যই গ্রহণ ও পালনীয়- এই মন মানসিকতা তৈরি করে দিতে হবে শিশু বয়স থেকেই।
* গৃহ শিক্ষক অবশ্যই সনাতন ধর্মের অনুসারীদের থেকে রাখতে হবে। কোনো ভাবেই যেন জিহাদীগুলিকে প্রতিদিন নিরাপদে দেখা করার সুযোগ দেওয়া না হয়, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
* বয়ঃসন্ধির পর থেকে মেয়েদের আচরণগত পরিবর্তনের দিকে মা-বাবাকে খেয়াল রাখতে হবে।
* মা-বাবাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে। ছেলে-মেয়েরা যেন নির্ভয়ে জীবনের সব অনুভূতি মা-বাবার সাথে শেয়ার করতে পারে, সেই ধরনের পরিবেশ তৈরী করতে হবে। এর ফলে ছেলে-মেয়েরা তাদের পদক্ষেপগুলি মা-বাবাকে জানাবে এবং ভুল হলে মা-বাবা শুধরে দিতে পারবে।
* নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একদিন মন্দিরে যেতে হবে। এতে করে মা-বাবার হাত ধরেই ধর্মাচরণে অভ্যস্ত হবে ছেলে-মেয়েরা।
* গীতা, উপনিষদ ও বেদ পাঠ করতে হবে বাংলা অনুবাদসহ। গীতা দিয়ে শুরু করতে হবে। গীতা পাঠের সময় খেয়াল রাখতে হবে অর্থ অনুধাবন না করে গীতা পাঠ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং অর্থ অনুধাবন করাই গীতা পাঠের মূল উদ্দেশ্য। অর্থ বুঝে মুখুস্থ করলে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু অর্থ না বুঝে করলে কোন ফলও নেই। শিশু বয়স থেকেই গীতা পাঠ করে তা

অনুধাবন করতে চেষ্টা করতে হবে, সাথেসাথে উপনিষদ ও বেদ পাঠ করতে আগ্রহী করাতে হবে এবং এভাবেই স্বধর্ম সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়ে গড়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের প্রধান ধর্ম গ্রন্থ হলো বেদ, তাই বেদ ও বেদান্ত- পাঠ ও চর্চা আমাদের অবশ্যই করতে হবে।

* আগের দিনে ঠাকুরমারা গল্পের ছলে রামায়ণ, মহাভারতসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উপাখ্যানগুলি নাতি-নাতনীদের শিখিয়ে দিতেন। এই ভাবেই ছেলে-মেয়েদের ধর্মের হাতেখড়ি হত। কিন্তু এখন সেই ঠাকুরমা নেই। অর্থাৎ আমাদের মায়েরা নিজেরা ধর্মচর্চা করছেন না। তাই তারা তাদের সন্তানদের ও পরবর্তীতে নাতি-নাতনীদের ধর্ম শিক্ষা দিতে পারছেন না। এইভাবে ঘরে ঘরে তৈরী হচ্ছে ধর্মবিমুখ, অজ্ঞানী, তথাকথিত নাস্তিক, অবিশ্বাসী ও ভোগবাদী মনোভাবের প্রজন্ম।

* লোভের তাড়নায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠার কারণে মেয়েরা অনেক সময় ধর্মান্তরিত হয়ে থাকে। তাই আপনার সন্তানের যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশী চাহিদা থাকে তবে তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি প্রদান করুন।

* নারী অধিকারের প্রশ্নে অনেকেই হতাশ হয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং নারীদের অধিকার প্রদান করে, কিন্তু সনাতন ধর্ম অধিকার দেয় না। প্রকৃত সত্য এই যে, নারীরা ধর্মান্তরিত হয়ে উগ্র ও অন্ধ ধর্মীয় অনুশাসনের বলয়ে নিজেদের বেঁধে ফেলে। তখন তাদের বোরখা ও হিজাব পরে নিজেদের গৃহবন্দী করে রাখতে হয়। এইসব বিষয় না জানার কারণে বেশীরভাগ মেয়ে ভুল করে শত্রুর পাতানো ফাঁদে ধরা দেয়। তাই এই বিষয়ে মেয়েদের সচেতন করতে হবে কিশোর বয়স থেকেই।

* মেয়েকে সুযোগ করে দেওয়া, চাহিদা পূর্ণ করা, মাঝে মাঝে আনন্দ ভ্রমণ করালেই কিন্তু দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। ঐ জিহাদীগুলির ছল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। সনাতন ধর্ম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। এইভাবে অনুশাসন ও ধর্মবোধে পরিপূর্ণ হলে সেই ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে আর কোন চিন্তা করতে হয় না মা-বাবার।

* ধর্মান্তরিত করণের নিরাপদ ও উপযুক্ত স্থান হলো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচিং সেন্টারগুলি। ঐ স্থানে ছেলে-মেয়েরা কার সাথে মেলা-মেশা করছে সেই বিষয়ে খোজ খবর নিতে হবে। জামাত শিবির বা ইসলামি সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন করার বিষয়ে মা-বাবা বা অভিভাবকেরা উদাসীন থাকেন, যা খুবই আশঙ্কাজনক।

* মা-বাবার অতি আধুনিক চাল-চলন, উগ্র পোশাক ও মাত্রাতিরিক্ত সাজগোজের প্রবণতা সন্তানদের মনের উপর প্রভাব ফেলে (এখানে বয়সের তুলনায় অতি দেখানোপনা বা চাকচিক্যকে বুঝানো হয়েছে)।

* ছেলে-মেয়েদের দিয়ে শুধু আচার-আচরণ করানোকে ধর্ম মনে করা, অর্থাৎ প্রতিদিন ঘরের নিত্য পূজা করা, পূজার জন্য ফুল সংগ্রহ করা ইত্যাদি অনুশাসন করালেই ছেলে-মেয়ে ধার্মিক হয়ে গেছে মনে করা! এই ক্ষেত্রে মুসলিমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের নানা ধরণের প্রশ্ন করে, অজ্ঞানতা ও চর্চাহীনতার কারণে এর উত্তর আমাদের ছেলে-মেয়েরা দিতে পারে না। আমাদের মা-বাবারা নিজেরাই ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা কি করে সন্তানদের প্রকৃত ধর্ম জ্ঞান প্রদান করবেন? মা-বাবা অজ্ঞ বলেই ছেলে-মেয়েরা কিছু আচার-আচরণ পালন করাকেই ধর্মজ্ঞান মনে করেন।

পরিশেষেঃ

অসম ভালবাসা, অসম প্রেম, অসম সম্পর্ক কখনো সুখকর হয় না। শেষ পর্যন্ত যারা টিকে যায় তারা প্রতিদিন নিজেকে একবার করে হত্যা করে, আবার পরের দিন জীবিত হয় পুনঃরায় নিজেকে হত্যা করার জন্য! (এই হত্যার অর্থ হলো নিজের মননশীলতা বা স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করা)।

পিতা-মাতা থেকে আপন কেউ এই পৃথিবীতে হতে পারেনা। পিতা-মাতাই জীবন্ত ঈশ্বর। তাই যে বা যারা পিতা-মাতাকে অবহেলা করবে বা অবজ্ঞা করবে তারা ভবিষ্যতে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে। পিতা-মাতাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে। বন্ধু হতে পারলে সন্তান তাদের চাহিদার কথা, তাদের পদক্ষেপগুলির কথা পিতা-মাতার কাছে প্রকাশ করতে পারবে। ফলে সন্তানরা ভুল পথে পরিচালিত হতে গেলে শুরুতেই তাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।